ISO 9001, ISO 14001& ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

সচিবালয়
পলিসি উন্নয়ন ও রিভিউ বিভাগ
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা,
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩১৫
ই-মেইল:secyreb@gmail.com
ওয়েবসাইট:www.reb.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০৩০.৭১.০১২.২৫.৪৪

তারিখঃ ১৪ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫খ্রি.

"নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত"

বাপবিবো'র সেচ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত **সেচ নীতিমালা-২০২৬** নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো **(সেচ নীতিমালা সংযুক্ত: পরিশিষ্ট-ক)।**

পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮/১২/২০২৫খ্রি. অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নির্বাহী কমিটির ১২/২০২৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং-০৭/১২/২০২৫ এর ভিত্তিতে এ আদেশ জারী করা হলো।

২৯.১২.২৫
দিলরুবা শিরাজী
সচিব
বাপবিবো, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। নির্বাহী পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী (পওপ/প্রকল্প)/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) বাপবিবো, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ/পরিকল্পনা ও ডিজাইন), বাপবিবো, ঢাকা।
৩। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
৪। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
৫। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো, ঢাকা।

29/12/25
(রওনক জাহান সাদিয়া)
সহকারী সচিব (পলিসি)

পরিচালক; পবিস মঃ ও ব্যঃ পঃ (উঃ অঃ) পরিদপ্তর
ডাইরী নং- ৪০৯ তাং 30/12/25
উপ-পরিচালক ১/২/৩/৪.....
পরিচালক

AE
০৪.০১.২০২৬

বিষয়ঃ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৬।

কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ কাজে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণে চলতি সেচ মৌসুমে অপেক্ষমান সেচ সংযোগের আবেদন সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা এবং সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন সেচ সংযোগ প্রদান এবং পুনঃসেচ সংযোগের ক্ষেত্রে সহজ এবং অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করার পাশাপাশি এ কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২.০। উদ্দেশ্যঃ

- সেচ কাজে দ্রুত নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং দ্রুততার সাথে পুনঃ সংযোগ প্রদান করা;
- সারাদেশে একই পদ্ধতিতে সকল সেচ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা;
- সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা।

৩.০। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক নতুন সেচ সংযোগ ও পুনঃসেচ সংযোগ প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসৃত হবেঃ

৩.১। **সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ**

ক) **সেচ মৌসুম নির্ধারণঃ** বৈদ্যুতিক সেচ কার্যক্রমের জন্য আলাদাভাবে কোন সেচ মৌসুম থাকবে না। স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে বছরব্যাপী বৈদ্যুতিক সেচ কাজ পরিচালিত হবে।

খ) **সেচ শ্রেণি নির্ধারণঃ** আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি আখ ও আলু পিয়াজ, রসুন, ডাল, তেল জাতীয় ফসল, হলুদ, আদা, শাক-সবজি, মৌসুমী ফুল-ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল ধরণের কৃষিকর্ম সেচ কার্যের আওতাভূক্ত হবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (BERC)-এর সর্বশেষ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পসমূহ এলটি-বি এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমী সেচ সংযোগ ক্ষুদ্র শিল্প এলটি-সি-১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ হবে।

গ) **সেচ গ্রাহক তালিকা সংরক্ষণঃ** প্রতিটি সমিতিকে সেচ গ্রাহকদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ সেচ পাম্পের শ্রেণিওয়ারী ও ক্যাপাসিটি ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) **সেচ ছাড়পত্র প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে নতুন সংযোগঃ** কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিধি-বিধানের আলোকে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সেচ ছাড়পত্র এবং জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে দ্রুত নতুন সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে।

ঙ) **বোরিং স্থান পরিবর্তনঃ**

উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন ব্যতিত বোরিং স্থান পরিবর্তন করা হলে নতুন/পুনঃসংযোগ প্রদান করা যাবে না। তবে পানির স্তর নিচে নামার কারণ ব্যতীত বোরিং নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে কমান্ডিং এরিয়া ও সার্ভিস ড্রপের বিদ্যমান বিধান অক্ষুন্ন রেখে চলমান সেচ লাইসেন্স/অনুমতিপত্র নবায়ন ব্যতীত স্থানান্তর করার বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে। সাময়িকভাবে গ্রাহকের সেচ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে কেবলমাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্নের অব্যবহিত পরবর্তী বছরে পুনঃসংযোগের সময় নতুন করে সেচ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।

চ) **আবেদন ক্রম মান্য করাঃ** সংযোগ প্রত্যাশী যে গ্রাহক সেচ ছাড়পত্র আগে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা প্রদান করবেন তিনি নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। একইসাথে সেচ ছাড়পত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা হওয়ার সাথে সাথে সমিতির সদস্য সেবা বিভাগ কর্তৃক তা রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক ক্রম তৈরি করতে হবে এবং রেজিষ্টারের ক্রম অনুযায়ী দ্রুততার সাথে সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখঃ ১৮/১২/২০২৫
সিদ্ধান্ত নং. ০৭/১২/২০২৫

ছ) **লোড বৃদ্ধিঃ** কোন কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ার কারণে লোড বৃদ্ধি তথা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হর্স পাওয়ারের মোটরের প্রয়োজন দেখা দিলে সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করতে হতে পারে; এক্ষেত্রে সেচ পাম্পটি অবশ্যই কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসরণের শর্ত সাপেক্ষে পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারগণ প্রয়োজনীয় লোড বৃদ্ধির অনুমোদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। তবে, লোড বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত সেচ সংযোগ হতে কোনক্রমেই অন্য শ্রেণীর কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং ও নিশ্চিত করতে হবে।

জ) **সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন ও পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নিশ্চিত করাঃ** Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), Barind Multipurpose Development Authority (BMDA) ও Bangladesh Rural Developme nt Board (BRDB)-এর নিকট হতে যে সকল সেচ সংযোগের জন্য ডিমান্ড নোটের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সে সকল পাম্পে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম তৈরীপূর্বক সংযোগ প্রদান করতে হবে। তবে, সঠিক মানের (appropriate size) ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নিশ্চিতপূর্বক-এর পাম্পে সংযোগ দিতে হবে। এছাড়া, প্রতিটি পাম্পে পবিসের প্রতিনিধিগণের সরেজমিন উপস্থিতির মাধ্যমে সঠিক মানের (appropriate size) ও কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর স্থাপন করা আছে কি-না এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যথাযথ আছে কি-না তা সমিতি কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। সার্বিক বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে।

ঝ) **ট্রান্সফরমারে মিশ্র গ্রাহকঃ** নতুন বা পুরাতন সেচ গ্রাহকের জন্য স্থাপিত ট্রান্সফরমার হতে অন্য কোন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ দেয়া যাবে না। তবে বিদ্যমান মিশ্র গ্রাহক সংযুক্ত ট্রান্সফরমারে লোড থাকলে অথবা মিশ্র গ্রাহক সংযুক্ত ট্রান্সফরমার আপগ্রেড করে সেচ সংযোগ দেয়া যাবে।

ঞ) **সংযোগ বিচ্ছিন্নকরনের ক্ষেত্রে সতর্কতাঃ** মৌসুমের মাঝখানে সংযোগ প্রদান/বিচ্ছিন্নসহ সকল ক্ষেত্রে BERC-এর সর্বশেষ নীতিমালা এবং পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৩ অনুসরণসহ সংযোগ বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে মাঠের ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্থ/বিনষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ট) **সেচ মনিটরিং টিমকে সহায়তাঃ** মাঠ পর্যায়ে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সরেজমিন তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় বা বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গঠিত অঞ্চলভিত্তিক টিম বিভিন্ন পবিস পরিদর্শন করবেন। স্ব-স্ব পবিস কর্তৃক উক্ত টিমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৩.২। লাইন নির্মাণ ও মালামাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) **লাইন নির্মাণ খরচঃ** সমিতির নির্মিত লাইন এবং ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় নির্মিত এলটি/এইচটি লাইন হতে সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। তবে এলটি লাইন কনভার্শন বা পুশ পোল স্থাপনের বিষয়টিও ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।

খ) **বিনামূল্যে প্রদেয় মালামালঃ** আবেদনপ্রাপ্ত নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (ফিউজ কাট-আউট, লাইটেনিং এ্যারেস্টার ইত্যাদি), সার্ভিস ড্রপ (১৩০ ফুট), মিটার ও মিটার সকেট পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ ও স্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থায় (চুরি, ট্রান্সফরমার নষ্ট, মজুদ নেই ইত্যাদি) সংযোগ প্রত্যাশী গ্রাহককে দিয়ে ট্রান্সফরমার ক্রয় করানো যাবেনা। নীতিমালা ভঙ্গ হয় এমন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে না। গ্রাহকের ক্রয়কৃত ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে সেচ সংযোগ প্রদান করা হলে দায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) **লাইন নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদনঃ** ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় শুধুমাত্র সেচ সংযোগের লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে লাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাদি পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ে নিষ্পন্ন হবে। উল্লেখ্য, সেচ সংযোগের লাইন নির্মাণ/ডিজাইন এর ক্ষেত্রে যথাসম্ভব এলটি লাইন পরিহার করতে হবে এবং কারিগরী বিভিন্ন দিক বিবেচনায় লাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে রুলিং স্প্যান ৭০ মিটারের (বিশেষত বেয়ার লাইন) মধ্যে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) **<u>লাইন নির্মাণের পরও কমান্ডিং এরিয়ার যাচাইঃ</u>** ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় লাইন নির্মাণের বিপরীতে টিএসআর করতঃ দ্রুত ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। এছাড়া, আবেদিত সেচ পাম্পটি বিদ্যমান সেচ পাম্পের কমান্ডিং এরিয়ার (কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারিকৃত গেজেটের আলোকে) মধ্যে স্থাপিত হবে কি-না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যদি কোন কারণে আবেদিত সেচ পাম্পটি বিদ্যমান সেচ পাম্পের কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে হয়, তবে এ বিষয়ে উপজেলা সেচ কমিটির নিকট পত্রের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়টি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

ঙ) **<u>ভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইন নির্মাণঃ</u>** BADC, BMDA ও BRDB-এর ন্যায় সকল প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের নীতিমালায় উক্ত লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। তবে সেচ সংযোগ সহজীকরণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহারতব্য মালামাল ও লাইনের ডিজাইন বাপবিবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণের শর্তে বিষয়টি সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার এর পূর্বানুমোদনক্রমে করতে হবে। লাইন নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সমিতির অর্থায়নে সম্পন্ন হবে।

চ) **<u>ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানো ফিঃ</u>** পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৩ এর আলোকে সেচ সংযোগের ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থ সেচ গ্রাহক কর্তৃক জমা সাপেক্ষে পবিসের নিজস্ব জনবল দ্বারা ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে, কোন অফিসের বিপরীতে একই সময়ে অধিক পরিমান ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর প্রয়োজন দেখা দিলে তা মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা যেতে পারে।

এতদবিষয়ে BADC, BMDA ও BRDB-এর নয়য় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমিতিতে অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমে কিংবা পবিসের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানো করতে পারবে।

ছ) **<u>চুরিকৃত ট্রান্সফরমারের মূল্য আদায়ঃ</u>** সেচ মৌসুম চলাকালীন কোন সেচ গ্রাহকের ট্রান্সফরমার চুরি হলে তাৎক্ষনিকভাবে তা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন গ্রাহক যদি ট্রান্সফরমারের সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধ করতে অসমর্থ হন, তবে গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ দেয়া যাবে। BADC/BMDA/BRDB এর ন্যায় সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থাপিত ট্রান্সফরমার নষ্ট/চুরি হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ দায়িত্বে নষ্ট/চুরিকৃত বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে।

জ) **<u>ট্রান্সফরমার মেরামতঃ</u>** সমিতির স্টোরে বা ওয়ার্কশপে জমাকৃত নষ্ট ট্রান্সফরমারসমূহ দ্রুত মেরামত করে সেচ সংযোগে ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমিতির বিতরণ লাইনে স্থাপিত বিদ্যমান ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার ১০ কেভিএ বা প্রয়োজনীয় সাইজের ট্রান্সফরমার দ্বারা প্রতিস্থাপন (আপগ্রেড) করতঃ অপসারণকৃত উক্ত ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারসমূহ সেচ সংযোগের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) **<u>সার্ভিস ড্রপের দুরত্ব কমানোঃ</u>** ১৩০ ফুটের অধিক দূরত্বে ইতোপূর্বে যে সকল সেচ গ্রাহককে সার্ভিস ড্রপের মাধ্যমে সংযোগ চলমান আছে সে সকল সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে যদি বাপবিবো/পবিস কর্তৃক নিকটবর্তী স্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন নির্মিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সমিতির নির্মিত লাইন হতে বোরিং এর স্থান পরিবর্তন ব্যতীত পবিসের উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রান্সফরমার স্থানান্তরপূর্বক সার্ভিস ড্রপের দৈর্ঘ্য কমিয়ে সংযোগ প্রদান করতে হবে।

ঞ) **<u>সম্ভাব্য সেচ সংযোগের হিসাব/তালিকা ও মালামাল সংগ্রহঃ</u>** সম্ভাব্য সেচ সংযোগের আবেদনের বিপরীতে সেচ সংযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয় মালামালের সংস্থানের লক্ষ্যে পবিস কর্তৃক সেচ মৌসুমের শুরুতেই সম্ভাব্য সেচ সংযোগের সঠিক/নির্ভুল তালিকা সেচ নীতিমালা প্রণয়নের ফোকাল পয়েন্ট বাপবিবোর্ডের পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (উঃ অঃ) পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। ফোকাল পয়েন্ট পরিদপ্তর উক্ত তালিকা এমপিএসএস পরিদপ্তরে প্রেরণ করবে। বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী এমপিএসএস পরিদপ্তর সেচ সংযোগের মালামাল সংস্থান/বরাদ্দ নিশ্চিত করবে।

নির্বাহী কমিটির সভা নং...
তারিখঃ...১৮/১১/২০২৫
সিদ্ধান্ত নং...০৭/১১/২০২৫

৩.৩। **কারিগরী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ**

ক) **ফিডার ওভারলোডঃ** বর্তমান সেচ নীতিমালার আওতায় সকল সেচ আবেদনকারীর সংযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির উপকেন্দ্র এবং ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডার ওভারলোডের অজুহাতে সেচ সংযোগ বন্ধ রাখা যাবে না। ওভারলোডের কারণে কোন সেচ সংযোগ বন্ধ রাখতে হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুত ওভারলোড নিরসন করে সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) **ক্যাপাসিটর ও পাওয়ার ফ্যাক্টরঃ** বিগত সেচ মৌসুম পর্যন্ত যে সকল সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সেচ যন্ত্রে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত করতঃ পুনঃসংযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। কোন অবস্থায় উপযুক্ত মানের এবং কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর ব্যতীত নতুন ও পুনঃসংযোগ প্রদান করা যাবে না। পরবর্তীতে মাঠ পরিদর্শনকালে এর ব্যত্যয় পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) **গ্রাহক প্রান্তে রক্ষিত মালামাল সংক্রান্তঃ** গত বছর বা তৎপূর্বে অস্থায়ী সংযোগ শেষে গ্রাহকের বাড়িতে যে সকল সার্ভিস তার ও ট্রান্সফরমার সংরক্ষিত ছিল, তা চলতি বছরের সংযোগে ব্যবহার করা যাবে। তবে ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অফিসের এজিএম (ওএন্ডএম), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন লাইনক্রু এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক ট্রান্সফরমারের মেগার টেস্ট করতে হবে। রেজাল্ট সন্তোষজনক পাওয়া স্বাপেক্ষে পূনঃ সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে অন্যথায় গ্রাহকের ব্যয়ে পবিস ওয়ার্কসপে নিয়ে পবিস ব্যবস্থাপনায় প্রিভেন্টিভ/রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। চলতি বছরে যদি সংশ্লিষ্ট সেচ গ্রাহক পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করেন, তবে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত গ্রাহকের নিকট রক্ষিত মালামাল পবিস স্টোরে ফেরত আনতে হবে এবং সেচ সংযোগের কাজে পুনঃব্যবহার করতে হবে।

ঘ) **বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করাঃ** নতুন সেচ গ্রাহকের লাইন নির্মাণসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক সময়ে নিশ্চিত করার জন্য ওভারলোডেড লাইন/ উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন ও ট্রান্সফরমারসহ মেরামত কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে (লোড বিভাজন, ফিডার বিভাজন, ১১ কেভি লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নে ক্যাপাসিটর স্থাপন ও ভোল্টেজ উন্নয়নে লাইন রেগুলেটর স্থাপন ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) গণের সহায়তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) **লাইন কনভার্শনঃ** BADC/BMDA/BRDB এর ন্যয় সকল প্রতিষ্ঠানের যে সকল মিটার দীর্ঘ এলটি লাইনের শেষে তাদের ঘরে স্থাপন করা আছে সে সকল ক্ষেত্রে পবিসের সিস্টেম লস কমানোর উদ্দেশ্যে লাইন ৩ ফেজে কনভার্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪। **আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ**

ক) **মিটার নষ্ট হলে করণীয়ঃ** প্রাকৃতিক কারণে মিটার নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার সরবরাহ করতে হবে। গ্রাহকের হস্তক্ষেপে মিটার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহক কর্তৃক সকল মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া মিটার ও মিটার সকেট চুরির ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) **ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মিটারের মূল্যঃ** BADC/BMDA/BRDB এর ন্যায় সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মিটার (জে-৩৯), থ্রি ফেজ মিটার (জে-৩) এবং মিটার সকেট (জে-৫) এর বিপরীতে সিপিআর মূল্য বাবদ প্রযোজ্য অর্থ গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক এ সকল মালামাল সরবরাহ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ও আনুষজ্ঞিক মালামাল উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাপবিবো'র অনুমোদিত প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয়/সরবরাহ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে এবং টেষ্ট করে গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপন করতে হবে।

তারিখঃ...২৮/১২/২০২৫......

সিদ্ধান্ত নং....০৭/১২/২০২৫....

গ) **প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট লাইন ও ট্রান্সফরমারঃ** সেচ খাতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বা গ্রাহকের সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক লাইন প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার সরবরাহ করতে হবে এবং বিনামূল্যে ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফরমার মেরামত করে দিতে হবে।

ঘ) **লাইনে গ্রাহকের হস্তক্ষেপঃ** গ্রাহকের হস্তক্ষেপে (নিজে নিজে লোড বৃদ্ধি, পার্শ্ব সংযোগ প্রদান, ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক স্থাপনায় সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) ট্রান্সফরমার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং গ্রাহক কর্তৃক ট্রান্সফরমারের মূল্য বা মেরামত মূল্য (শতভাগ) পরিশোধ করতে হবে।

ঙ) **গ্রাহক প্রান্তে রক্ষিত মালামাল চুরি হলেঃ** সেচ সংযোগে ব্যবহৃত তার (গ্রাহকের নিকট রক্ষিত অবস্থায়) পুনঃসংযোগের পূর্বে চুরি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহক কর্তৃক তা ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে মালামালের ১০০% মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে।

চ) **অবৈধ ব্যবহারে জরিমানাঃ** কোন গ্রাহক সেচ সংযোগ গ্রহণ করে সেচ ব্যতীত অন্য ক্যাটাগরিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে প্রযোজ্য সকল জরিমানাসহ ব্যবহৃত সংযোগ ক্যাটাগরির জন্য প্রযোজ্য বিল গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে হবে।

ছ) **বসতভিটায় সেচ সংযোগঃ** বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে আবাসিক সংযোগ থেকে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন এরিয়াতে ১.৫ হর্স পাওয়ারের মোটরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুমোদন গ্রহণ করতঃ সেচ কাজ চালানো যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নীতিমালা'র আলোকে অবশ্যই আবাসিক শ্রেণীর বিল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব সংযোগ হিসেবে জরিমানা আদায় করা যাবে না। এছাড়া, আবাসিক সংযোগ থেকে নিজের আঙ্গিনার জমি ব্যতীত অন্যের জমিতে সেচ দেয়া যাবে না।

৩.৫। প্রচার ও গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) **ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি' অবলম্বনঃ** সেচের পানি সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে 'ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি', সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন, অফ-পিক আওয়ারে সেচ কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদি জনপ্রিয় করতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এজন্য লিফলেট বিতরণ/মাইকিং/মোটিভেশন সভা/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় আলোচনা এবং কৃষি বিভাগের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

খ) **পিক লোড ব্যবস্থাপনাঃ** পিক আওয়ারে (সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্পসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ পাম্পগুলোতে রাত ১১:০০ টা হতে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং ঐ সময়ে সকল সেচ পাম্প চালু রাখার জন্য গ্রাহককে উৎসাহিত করতে হবে।

গ) **এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাকালে সতর্কতাঃ** সাধারণত গ্রীষ্মকালীন সময়ে সেচ কার্যক্রমসহ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। এ কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহকে এ সময় লোড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ) **সেচ নীতিমালা প্রচারঃ** i) সেচ নীতিমালার সার-সংক্ষেপ বিশেষ করে গ্রাহকগণ বিনামূল্যে কি কি সুবিধা পাবে; ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় গ্রাহক নিজ খরচে কতটুকু লাইন তৈরি করতে পারবে ও কি কি মালামালের খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে; পবিস সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোবাইল নাম্বার ও প্রদেয় সেবাসমূহ; রাত ১১:০০ টা হতে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখা এবং বিদ্যুৎ ও সেচের পানি সাশ্রয়ীর লক্ষ্যে গ্রাহককে উৎসাহিতকরণ সম্পর্কিত প্রচার পত্র তৈরি করতঃ ব্যাপক প্রচার প্ররোচনা চালাতে হবে।

ii) জনসাধারণের জন্য সহজে বোধগম্য সেচ নীতিমালার সার-সংক্ষেপ প্রতি অফিসের সদর দপ্তর আঙ্গিনার দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টারের ন্যায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

iii) জারিকৃত সেচ নীতিমালা জেলা/উপজেলার সংশ্লিষ্ট সকল অফিসকে সরবরাহ করতে হবে এবং বাপবিবো ও পবিসের ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে।

নির্বাহী কমিটির সভা নং ১২/২০২৫
তারিখঃ ১৮/১২/২০২৫
সিদ্ধান্ত নং ০৭/১২/২০২৫

ঙ) **হটলাইন নম্বরঃ** i) সেচসহ যেকোন ধরনের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের নিমিত্ত বাপবিবোর হটলাইন নম্বর "১৬৮৯৯" এ যোগাযোগের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারনা করতে হবে।

ii) সেচ মৌসুমে প্রতিটি পবিসের হটলাইন নম্বরটি "সেচ গ্রাহক ডেডিকেটেড নম্বর" হিসেবে প্রতিটি অফিসের নোটিশ বোর্ড, স্কুল, স্থানীয় ডিশ চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে এবং উক্ত হটলাইন নম্বরটি অনুবৃত্তিক্রমে দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্বে ২৪/৭ ঘন্টা চালু রাখতে হবে।

৩.৬। <u>নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত মনিটরিং কার্যক্রমের ধাপসমূহঃ</u>

ক) সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকির জন্য পবিস সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিসের বিপরীতে যথাক্রমে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/সহকারী জেনারেল ম্যানেজারগণের নেতৃত্বে কমিটি গঠনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

খ) সেচ মৌসুমে সেচ সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাপবিবোর্ডের কল সেন্টার ২৪/৭ খোলা থাকবে এবং হটলাইন নম্বর "১৬৮৯৯" ব্যবহার হবে। এছাড়াও বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরে প্রতি বছর একটি "কেন্দ্রীয় সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" খোলা থাকবে।

গ) সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিসে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী-সদর দপ্তর)/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম) গণের নেতৃত্বে "পবিস সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" স্থাপন করতে হবে এবং এ সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা সমিতির লোকবল দ্বারা দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর সকল সেচ গ্রাহকদের প্রদেয় বিদ্যুৎ বিলের উপর সীলের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। স্ব-স্ব পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার সার্বিক বিষযটি তদারকি করবেন।

ঘ) প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'র সেচ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সকল ধরণের যোগাযোগসহ সার্বিক বিষয়ে এজিএম (এমএস)-কে পবিসের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে। একইভাবে, বাপবিবোর সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের পরিচালক বাপবিবোর্ডের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে।

ঙ) সকল পবিসের আওতায় বোরো ও অন্যান্য সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকি এবং দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদানসহ সার্বিক বিষয় মনিটরিং এর লক্ষ্যে নিম্নরুপভাবে একটি কেন্দ্রীয় সেচ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলোঃ

১) সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবো-আহ্বায়ক।
২) নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো-সদস্য।
৩) প্রধান প্রকৌশলী (পঃ ও পঃ), বাপবিবো-সদস্য।
৪) নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবো-সদস্য।
৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ওএমএন্ডডি), বাপবিবো-সদস্য।
৬) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যাঃ পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/পূঃঅঃ/পঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো-সদস্য।
৭) পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর, বাপবিবো-সদস্য।
৮) পরিচালক, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর, বাপবিবো-সদস্য।
৯) পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর, বাপবিবো-সদস্য সচিব।

নির্বাহী কমিটির সভা নং- ১২/২০২৫
তারিখঃ ১৮/১২/২০২৫
সিদ্ধান্ত নং- ০৭/১২/২০২৫

চ) বর্ণিত কমিটির নিকট সময়ে সময়ে এতদসংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সেচ ঘন পবিসের বিপরীতে বোরো ও অন্যান্য সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকি এবং সমিতিতে প্রাপ্ত নতুন আবেদনসমুহের দুত সেচ সংযোগ প্রদানসহ সার্বিক বিষয় নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর লক্ষ্যে স্ব-স্ব পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন পরিদপ্তর কর্তৃক সেচ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি মনিটরিং করতে হবে।

ছ) সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী যেকোন সময়ে মন্ত্রণালয় বা বিদ্যুৎ বিভাগ বা বাপবিবো হতে জারিকৃত পরিপত্র/নির্দেশনা যথাসময়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে অবহিত করা হবে।

৪.০। আলোচ্য সেচ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং সমিতি কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হবে।

মোঃ ইকরামুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
পবিস মঃওব্যাঃপাঃ (উঃমঃ) পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড,ঢাকা।

মোঃ ফারুক আজম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পাঃ (উঃ অঃ) পরিদপ্তর
বাপবিবো, ঢাকা।

মোহাম্মদ মইনুল হাসান
পরিচালক (প্রশাসন)
পবিস মনিঃ ও ব্যঃ পাঃ (উঃ অঃ) পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

29/12/25
(রওনক জাহান সাদিয়া)
সহকারী সচিব (পলিসি)
বাপবিবো,ঢাকা।

২৯/১২/২৫
মির্জা মরিয়ম জামান
উপ-সচিব (পলিসি)
বাপবিবো,ঢাকা।

২৯.১২.২৫
(দিলরুবা শিরাজী)
সচিব
বাপবিবো, ঢাকা।

নির্বাহী কমিটির সভা নং...১২/২০২৫
তারিখঃ...১৮/১২/২০২৫...
সিদ্ধান্ত নং...০৭/১২/২০২৫...